নি[illegible]

28/9/2003

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1 ......

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য অবসানের তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। এ নৈরা
অবসানের জন্য কার্যকর কোন উদ্যোগও নেই। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত দুইটি ভিন্ন রিপোর্টে জানা গে
শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেলেও দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো শিক্ষা কার্যক্র
পুরোদমে শুরুই হয়নি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও অত্যন্ত কম। ওদি
মফস্বলের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষ ক
ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব প্রকট হলেও পরিস্থিতি উন্নয়নে কারও কে
মাথাব্যথা নেই। এ অবস্থা শিক্ষার জন্য মোটেও শুভ নয়।

শিক্ষার এই দুর্দশার প্রতিফলন ঘটে পরীক্ষার ফলাফলে। চলতি বছরের এসএসসি এবং এইচএস
পরীক্ষায় নকল করার দায়ে কমপক্ষে ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার হয়েছে। ইংরেজি ও অঙ্ক পরীক্ষ
দিনে বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল বেশি। এইচএসসি ইংরেজি পরীক্ষায় নকল করা যাবে না ভেবে সারাদে
প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে।

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার সার্বিক দিক পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায়
বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবও ছাত্রছাত্রীদের সকল প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী। শি
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মতে, পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করতে হলে ক্লাসে পড়াশোনার
পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। বিষয়সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আগাম ঘোষণাও দেয়া হয়েছি
কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় সকল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রতিশ্রুতি চাপা পড়ে গেছে। এদিকে পরীক্ষ
হলে নকল সরবরাহের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষক অথবা বহিরাগত তরুণের শাস্তি মওকুফ করার ক্ষেত্রে
হয়েছে দেনদরবার। চলতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ অথবা প্রশ্নপ
উত্তর বলে দেয়ার সময় সারাদেশে ২ শতাধিক শিক্ষক বহিষ্কার হন। বোর্ডগুলোর ঘোষণা অনু
বহিষ্কৃত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও কার্যত বিষয়টি চাপা
গেছে। পাশাপাশি নকলের দায়ে বাতিল ঘোষিত কেন্দ্রগুলোর ব্যাপারেও বিভিন্ন পর্যায়ে ধরাধরি
হয়েছে বলে জানা যায়।

এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে বোর্ডগুলোর ভিজিল্যান্স টিম ছাড়াও শিক্ষা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এ
শক্তিশালী ভিজিলেন্স টিম দায়িত্ব পালন করেছিল। পরীক্ষা চলাকালে এই টিমের কয়েকজন স
নকলবাজদের হামলার শিকার হন। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে সারাদেশে কমপক্ষে ৫০ জন শি
লাঞ্ছিত হয়েছেন; কিন্তু কোন ঘটনারই সন্তোষজনক প্রতিকার হয়নি।

বিশৃংখলার ছাপ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ে পাঠদানের মানের অবন
দরুন অকৃতকার্য তরুণ-তরুণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নকলবাজ ছাত্রছাত্রীরা পারিবারিক
উৎসাহ পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা আসলে স্কুল বা কলেজে নিয়মিত আসে কি না এ ব্যাপারে দে
অধিকাংশ অভিভাবক সচেতন নন। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয় কি না তার জবাবদিহিতাও
সারাবছর ক্লাসে হাজিরা না দিয়েও বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ ক
অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নকলের ওপর ভরসা করে বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, পাসও করছে;
কর্মক্ষেত্রে গিয়ে হচ্ছে চরমভাবে ব্যর্থ।

এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। একই
শিক্ষকতার পেশায় মেধাবী তরুণ-তরুণীদের আকৃষ্ট করা, তাদেরকে আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা
উৎসাহ যোগানো, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অভিজ্ঞ শিক্ষকের ঘাটতি পূরণের জন্য য
উদ্যোগ। এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে শুধু পরীক্ষায় কড়াকড়ি বা অধিক সংখ্যককে ফেল করিয়ে
শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।